পেঁয়াজ চাষে ব্যাস্ত কুষ্টিয়ার কৃষকরা

কুষ্টিয়ায় পেঁয়াজ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছে চাষীরা। পেয়াঁজের দতাম বাড়ায় এবার অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে জমিতে যত্ম সহকারে চাষে ব্যতিব্যস্ত জেলার বিভিন্ন উপজেলার চাষীরা।

তবে দেশীয় পেয়াজ এর চেয়ে হাইব্রিড জাতের কিং পেঁয়াজ বেশী লাগানো হচ্ছে। চাষীরা বলছেন অল্প খরছে ভালো ফলন হওয়ায় এই হাইব্রিড জাতের কিং পেঁয়াজ লাগানো হচ্ছে।

সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের কৃষক আব্দুস সামাদ বলেন, গতবছর আমি ১০ কাঠা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম। কিন্তু পেয়াজের দাম না পেলেও এ বছরে পেঁয়াজের অনেক দাম থাকায় এবারে ৩বিঘা জমিতে পেঁয়াজ লাগাচ্ছি। শ্রমিক ঠিকমতো না পাওয়ায় নারী শ্রমিকদের দিয়েও পেঁয়াজ লাগাচ্ছি।

কুমারখালী উপজেলার বাঁশগ্রাম এলাকার আতিয়ার রহমান জানান, এবারে পেয়াজ চাষে খরচ বাড়বে অনেক।কারন গতবার ১ কেজি পেঁয়াজ বীজ কিনেছিলাম সাড়ে ৩ হাজার টাকায় এবার সেই পেঁয়াজ বীজ কিনতে হয়েছে সাড়ে ১০ হাজার টাকায়।আবার যদি ভালো দাম না পায় তাহলে লোকসান গুনতে হবে।

সদর উপজেলার পার মৃত্তিকাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারী জানান, আমরা চাষী মানুষ। শুধু ধান চাষ করলেই হবে না। এবার পেঁয়াজের দাম ভালো হয়েছে। তাই এবারে একটু বেশি করে পেঁয়াজ চাষ করেছি। যদিওবা প্রতিবছরই পেয়াজের চাষ করা লাগে। তবে দাম বেশি থাকার কারনে এবার বেশি পরিমানে আবাদ করেছি।

অন্যদিকে পেঁয়াজের চাষ বেশী হওয়ায় পুরুষের পাশাপাশি নারী সহ ছাত্রছাত্রীরাও পেঁয়াজ লাগানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করেছেন।

কুষ্টিয়া শহরতলীর মোল্লাতেঘরিয়ার মাঠ সবাই দল বেধে একটি লাইনে একসাথে পেঁয়াজের জমিতে বসে পেঁয়াজের চারা রোপন করছেন। এবার পেঁয়াজের দাম মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় কুষ্টিয়ায় পেঁয়াজ চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে চাষীরদের। অন্য সব ফসলের পাশাপাশি পেঁয়াজ চাষের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন চাষীরা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন,

কুষ্টিয়া জেলার ৬টি উপজেলায় পেঁয়াজ চাষের লক্ষ্যমাত্রা ১২ হাজার ৪শ ৪০ হেক্টর। এর মধ্যেই কুমারখালী ৫ হাজার ২০ হেক্টর, দৌলতপুরে ২ হাজার ৪শ ২৫হেক্টর, মিরপুরে শে হেক্টর, ভেড়ামারায় ২শ ৪০হেক্টর, সদর ১হাজার ৬০৫ হেক্টর ও খোকসায় ২ হাজার ৭৫০ হেক্টর জমিতে পেয়াজের চাষ হয়েছে। আগামী মার্চ এপ্রিল দিকে উঠবে পেয়াজ। গতবারের চেয়ে এবার বেশি জমিতে পেয়াজের আবাদ হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এজন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধের পাশাপাশি বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের যে পাঁচটি জেলায় পিঁয়াজের বেশি উৎপাদন হয় তার মধ্যে কুষ্টিয়া একটি। আবহাওয়া ভালো থাকলে এবার কুষ্টিয়ার পেঁয়াজ দিয়ে দেশের বড় একটি চাহিদা মেটানো যাবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্ঠরা।

বাম্পার ফলন ও ভাল দামের আশায় এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে চারা রোপণ হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন

জমে উঠেছে কুষ্টিয়া জেলা আইনজীবী সমিতির (২০২১-২২) নির্বাচন।নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আদালত পাড়ায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যানার ফেষ্টুনে ছেয়ে গেছে আদালত চত্বর। পাশাপাশি ভোটারদের কাছে প্রার্থীরা ছুটছেন সকাল থেকে দুপুরে গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত।একে অপরের সাথে কুশল বিনমিয় ও দোয়া কামনা করে আদালত চত্বরে ছুটছেন এসব প্রার্থীরা।

এবারের নির্বাচনে ১৭ টি পদের বিপরীতে রেকর্ড সংখ্যক (৪০ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করছেন।

নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান সিনিয়র আইনজীবী এস এম আনসার আলী জানান, এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন সভাপতি পদে তিনজন প্রার্থী।

তারা হলেন সিনিয়র আইনজীবী ও কুষ্টিয়ার সরকারি কৌশুলী জিপি অ্যাড. আ.স.ম আখতারুজ্জামান (মাসুম), অ্যাড. জহুরুল ইসলাম ও অ্যাড. আব্দুল মান্নাফ।
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে অ্যাড. আব্দুল ওয়াদুদ ও অ্যাড. মন্জুরী বেগম। সহ-সভাপতি পদে অ্যাড. শামসুজ্জামান মনি ও এ্যাড. আব্দুর রহমান।

সাধারন সম্পাদক পদে এবার অতিতের সকল রেকর্ড ভেঙে সর্বোচ্চ ৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করছেন। তারা হলেন সিনিয়র নোটারি পাবলিক আইনজীবী, অ্যাড. নজরুল ইসলাম (১), অ্যাড. মাহাতাব উদ্দিন, অ্যাড. রফিকুল ইসলাম সবুজ, অ্যাড. অতিরিক্ত পিপি খন্দকার সামস তানিম মুক্তি, অ্যাড. হাসানুল আসকার হাসু, অ্যাড. এস.এম. মনোয়ার হোসেন মুকুল ও অ্যাড. দেওয়ান মাসুদ করিম মিঠু।

যুগ্ম-সম্পাদক পদে দুই জন হলেন অ্যাড. শহিদুল ইসলাম বাবু ও অ্যাড. মনোয়ারুল ইসলাম (মনিরুল), কোষাধ্যাক্ষ পদে অ্যাড. তোফাজ্জেল হোসেন ও অ্যাড. এস.এম.শাতিল মাহমুদ। লাইব্ররেী সম্পাদক পদে তিনজন হলেন অ্যাড. আব্দুস সাত্তার (শাহেদ), অ্যাড. মোস্তাফিজুর রহমান ও অ্যাড. মারুফ বিল্লাহ। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দুইজন হলেন অ্যাড. এনামুল হক ও অ্যাড. মর্জিনা খাতুন।

দপ্তর সম্পাদক পদে দুই জন হলেন অ্যাড. ওয়ালীউল বারী ও অ্যাড. আশুতোষ কুমার পাল।

এছাড়াও সিনিয়ার সদস্য ৪ টি পদে ৬ জন আইনজীবী প্রার্থী এবং জুনিয়র সদস্য ৪ টি পদে ৯ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বদন্দীতা করছেন।

নির্বাচনে অংশ নেওয়া সাধারন সম্পাদক প্রার্থী অ্যাড. হাসানুল আসকার হাসু কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি জানান, নির্বাচনে আমি অনেক আশাবাদী। আমাকেই ভোটাররা ভোট দিয়ে সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। তিনি মনে করেন দলের মধ্যে গ্রুপিং একটা বড় সমস্যা। তবুও সকল সমস্যা কাটিয়ে আমি নির্বাচিত

হবো ইনশা আল্লাহ।আইনজীবিদের উন্নয়নে তিনি কাজ করবেন বলেও আশা ব্যক্ত করেন।

এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৭৫ জন গতবার ভোটার সংখ্যা ছিলো ৩৮৪ জন আইনজীবী।

মিরপুর পৌরসভায় সব নাগরিক সুযোগ সুবিধা বাড়াবো- নবনির্বাচিত মেয়র এনামুল হক

নবনির্বাচিত কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌর পরিষদের সদস্যদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মিরপুর পৌরসভা হলরুমে পরিষদের সদস্যদের এই সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

নবনির্বাচিত পৌর মেয়র হাজী এনামুল হকের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. আলম মন্ডল, ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নজরুল মল্লিক, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ইলিয়াস কাঞ্চন, ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আপান মোল্লা, ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাহিদ হোসেন, ৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জমির উদ্দিন, ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর রেজাউল করিম, ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুর রহমান নাজিম ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল গণি।

এছাড়াও ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর মোছা. শাহনাজ খাতুন, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর মোছা. হালিমা খাতুন এবং ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর লাকী বেগম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে নবনির্বাচিত পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে মিরপুর পৌরসভায় সব নাগরিক সুযোগ সুবিধা বাড়াবো। পাশাপাশি ডিজিটাল

প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌরবাসীর সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিতে চাই।তবে, সবসময় দল ও জনগণের পাশে থাকতে চান বলে জানান এই আওয়ামী লীগ নেতা।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পৌরসভার সচিব আনারুল ইসলাম, সুলতান পুর সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ আবদুল মান্নান ফারুকী, মিরপুর পৌর জামে মসজিদের ইমাম মুফতি ফারুক হুসাইন প্রমুখ। সভায় স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনরা উপস্থিত ছিলেন।

অনন্তলোকে যাত্রাশিল্পী আক্কাস আলী

গ্রিনরুম থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে দক্ষিণমুখো হয়ে একটি শাদা রঙের দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালেন যাত্রানট আককাছ আলী। দেওয়ালে ঝুলছে রবীন্দ্রনাথ, গিরীশ ঘোষ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাসের আবক্ষ প্রতিকৃতি। আককাছ আলী চক্ষু বুজে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেই ছবিগুলোর সামনে।

তার পায়ে ফিতে বাঁধা জুতা, ভেলভেটের ট্রাউজার্স, পুরো হাতা শাদা জামা, তার দু’ কবজির কাছে কুচি দেওয়া, মাথায় পরচুলা, কুঞ্চিত কেশ ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাঁচা-পাকা গোঁফ রং মাখিয়ে কুচকুচে কালো করা হয়েছে, মুখে জরির আভা, একেবারে পাক্কা সেনাপতি। কোমরবন্ধে তলোয়ার। প্রায় পঞ্চান্ন বছর বয়সে দর্শকভর্তি প্যান্ডেলে আককাছ আলীকে আবার এক অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথম যৌবন থেকে বিভিন্ন মঞ্চে এমন কত পরীক্ষা যে তাকে দিতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই! কখনও স্কুল-কলেজের নাট্যমঞ্চে, কখনও যাত্রার আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে। দেবী সুলতানায় কখনও আলীবর্দি, কখনও-বা হাজি মোল্লা সরাফ হয়ে মঞ্চে উঠেছেন। নাচমহলে দবির খাঁ, অশ্রু দিয়ে লেখায় মাসুদ খাঁ সেজেছেন।

সিরাজ উদ দৌলায় সেজেছেন কখনও মোহনলাল, কখনও ওয়াটস। আবার কখনও-

বা সেনাপতি মীরজাফর হয়ে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে এক মঞ্চে একই সঙ্গে সিরাজ উদ দৌলা পালায় পার্ট করেছেন। কোনো পরীক্ষায় তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হননি। মঞ্চে উঠলে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে উঠতেন তিনি। তার রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। হয়ে উঠতেন রাজাধিরাজ । রঙ্গমঞ্চের সেই রাজাধিরাজ সব কাজ সারা করে গতকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি ভোরের আলো ফোটার আগেই তারাভরা আকাশকে বিদায় জানিয়ে অনন্তলোকে পাড়ি জমিয়েছেন।

আককাছ আলি ছিলেন পেশাদার যাত্রা-অভিনেতা মানে প্রফেশনাল যাত্রাশিল্পী। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও যাত্রাশিল্পের সার্বিক সংকটের কারণে তিনি পেশাদারি মঞ্চ ছাড়েন নব্বই দশকের প্রারম্ভে। কিন্তু যাত্রা ছাড়েননি আমৃত্যু। দুঃখ-দারিদ্র্য, শোকতাপ, ঝড়বৃষ্টি কোনো কিছুই তাকে রঙ্গালয়-বিমুখ করতে পারেনি। কারণ তার যত আনন্দ, যত খ্যাতি-পরিচিতি সব-ই তো রঙ্গালয় ও রঙ্গমঞ্চকে ঘিরে! সে জন্য রঙ্গালয়-ই ছিল তার প্রাণভোমরা– প্রিয়তম জায়গা। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী ছিলেন একাধারে সুঅভিনেতা, নির্দেশক, মঞ্চপরিকল্পক ও নাট্যসংগঠক। যাত্রা জগতে তার কদর ছিল; ছিল দারুণ সমাদর। তাই কখনও মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি, কখনও সাহারবাটী নবকল্লোল অপেরা, আবার কখনও গাংনী বৈশাখী নাট্যগোষ্ঠীর হয়ে অভিনয় করতে হত।

এমনকি চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার কোনো অখ্যাত, নামগোত্রহীন যাত্রাদল থেকে ডাক আসলেও সাড়া না দিয়ে পারতেন না। মেহেরপুর জেলার সৌখিন যাত্রাদলগুলিতে তার ছিল দারুণ কদর। আককাছ আলির জন্ম ১৯৫৪ সালে রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর গ্রামে। পিতা আতর আলি ছিলেন একজন কৃষক। তিনিও জারি গাইতেন, ভালবাসতেন যাত্রাপালা দেখতে। পড়ালেখার জন্য পুত্র আককাছ আলিকে তিনি বহরপুর প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেন।

১৯৭৩ সালে বহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। ভর্তি হন বালিয়াকান্দি কলেজে। কিন্তু ব্যক্তিগত অনাগ্রহ ও গান-বাজনার প্রতি অত্যধিক ঝোঁকের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার পাট চুকে যায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের আগেই। প্রয়োজনের তাগিদে বাবার সঙ্গে ব্যবসা ও চাষবাসে লেগে যান। পাশাপাশি চলতে থাকে নাটক-থিয়েটার ও গানবাজনা।

১৯৭৬ সালে তিনি দেশপ্রিয় নাট্যসংস্থায় পেশাদার অভিনেতা হিসেবে যোগদান করেন। তারপর যাত্রা ও অভিনয়মঞ্চ হয়ে ওঠে তার ধ্যানজ্ঞান।

বিভিন্ন প্রফেশনাল অপেরা থেকে তার ডাক আসতে থাকে। বাড়তে থাকে কদর। এরপর আর তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বাবুল অপেরা, মধুমতী অপেরা, গীতাঞ্জলি অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, চৈতালী অপেরার মত স্বনামধন্য অপেরায় তিনি পেশাদার অভিনেতা হিসেবে মোটা মাইনেতে কাজ করতে থাকেন। কাজ করেন অতুলপ্রসাদ, রত্◌্◌েনশ্বর চক্রবর্তী, নলেশ গুহর মত খ্যাতিমান যাত্রানটদের সঙ্গে। আশীর্বাদ লাভ করেন যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাসের। গত শতাব্দীর নব্বই দশকের মাঝামাঝিতে প্রফেশনাল যাত্রাদলগুলিতে আর্থিক ও ব্যবসায়িক মন্দা দেখা দিলে, সম্পৃক্ত হন সৌখিন দলে। অল্প সময়ের মধ্যে এলাকার বিশেষত গাংনী-মেহেরপুরের সৌখিন যাত্রাদলগুলির মধ্যমণি হয়ে ওঠেন।

১৯৮৬ সালে নিজগ্রাম বহরপুর ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে। শুরু হয় তার দ্বিতীয় জীবন। জীবিকার তাগিদে, কখনও-বা শখের বশে অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে যোগ দেন মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন নাট্যদলে। মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন যাত্রাদল ও নাট্য সংস্থায় অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে কাজ করে যশ-খ্যাতি ও ভালবাসাঅর্জন করেন বিপুল পরিমাণে।

এই অসামান্য অভিনেতা ছিলেন সব ধরনের চরিত্র রূপায়ণে সমান পারদর্শী। সামাজিক পালায় অভিনয়ে যেমন স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তেমনই ঐতিহাসিক পালাতে অভিনয় করেও আনন্দ অনুভব করতেন।‘অশ্রু দিয়ে লেখা’, কোহিনূর’, ‘আনারকলি’, ‘নাচমহল’, ‘মোঘল ই আযম’, ‘সিরাজ উদ দৌলা’, ‘শহীদ কারবালা’, ‘এজিদ বধ’, ‘দেবী সুলতানা’, ‘গলি থেকে রাজপথ’, ‘একটি পয়সা’, ‘নীচুতলার মানুষ’, ‘অনুসন্ধান’, ‘জানোয়ার’, ‘শেষ প্রদীপ’, ‘ক্ষুদিরামের ফাঁসি’, ‘কলঙ্কিনী বধূ’সহ প্রায় দেড় শতাধিক যাত্রাপালায় তিনি অভিনয় করেছেন।

যাত্রাশিল্পে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি ২০১৯ সালে তাকে গুণীশিল্পী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করে। ‘যাত্রা-থিয়েটারের লোক’ হিসেবে আমৃত্যু তিনি যাত্রার সঙ্গে ছিলেন।‘যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন যাত্রা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেই থাকবেন’—- এ ছিল তার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নশ্বর জীবনের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ছেদ হল যাত্রা তথা রঙ্গমঞ্চের সাথে।

ভোরের আলো ফোঁটার আগে প্রিয়জন-শুভানুধ্যায়ীদের কাঁদিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। যাত্রাশিল্পী আক্কাসআলি ছিলেন মন্যুষত্ব,

অসাম্প্রদায়িক-মানবিকতার অকুণ্ঠ অনুরাগী। ভালবাসতেন থিয়েটারকে, ভালবাসতেন মানুষ ও পৃথিবীকে। তাই যা কিছু মানবিক, তা-ই ছিল তার কাছে সুন্দর। মানুষের সুখ-দুঃখ, পতন-উত্থান, রক্ত-অশ্রু– সবই সুন্দর। সুন্দরের সাধক এই মহৎ শিল্পীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ

গাংনীর সাহারবাটি বাজারে তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী সাহারবাটি বাজারে তিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহষ্পতিবার দুপুরে সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুরস্থ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, মেয়াদ উত্তির্ণ খাদ্য বিক্রির অভিযোগে বিশ^◌াস ট্রেডার্সকে ১২ হাজার টাকা, মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও বাড়তি মুল্য নেয়ায় শামীম ট্রেডার্সকে দু’হাজার টাকা ও হাসেম ট্রেডার্সকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সাথে সতর্ক করা হয়।

এসময় মেয়াদউত্তীর্ণ মালামাল পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়। অভিযানে সহায়তা করেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

যুক্তরাষ্ট্রে তুষারঝড়ে লণ্ডভণ্ড জনজীবন, নিহত ২১

তীব্র শীত ও ভয়াবহ তুষারঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত অন্তত ২১ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এতে লণ্ডভণ্ড জনজীবনে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছেন লাখ লাখ মার্কিনি। এ অবস্থায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

জানা গেছে, হঠাৎই তুষারঝড়ের কবলে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। মার্কিন বিদ্যুত্ সরবরাহ পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, ৪১ লাখের বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

এ অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। এদিকে, টেক্সাসে গত রবিবার মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে যা গত ৩০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।

আমিই একমাত্র ব্যক্তি অভিশংসনের পরও যার প্রতি জনসমর্থন বাড়ছে: ট্রাম্প

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি জিতেছেন এবং তিনি যদি ২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাহলে তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সমর্থন রয়েছে।

মার্কিন গণমাধ্যম নিউজম্যাক্সকে বুধবার এসব কথা বলেন।

পরে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টুইটারে দেওয়া পোস্টে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী নির্বাচনের বিষয়ে প্রশ্ন

রেখে বলেছেন, “২০২৪? আমি এখনই বলতে পারছি না তবে আমাদের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।”

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা সে ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা বলার এখনও সময় আসেনি। ট্রাম্প বেশ গর্বভরে বলেন, “আমি হচ্ছি ইমপিচ হওয়া একমাত্র ব্যক্তি যার প্রতি জনসমর্থন বাড়ছে।”

ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজ দলের নেতাদের সমালোচনা করে বলেন, রিপাবলিকান দলের লোকজন নিতান্তই ভদ্র, তারা শুধু নিজেদের দলের লোকের ওপর আঘাত হানতে পারেন।

এলাকার জনঘনত্ব ও যোগাযোগব্যবস্থার ভিত্তিতে ভবনের উচ্চতা নির্ধারণ-এলজিআরডি মন্ত্রী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী এবং ড্যাপ রিভিউ কমিটির আহ্বায়ক মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, রাজধানীতে এলাকার জনঘনত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তিতে ভবনের উচ্চতা নির্ধারণ করা হবে। স্থপতি, নগর পরিকল্পনাবিদ এবং বেসরকারি আবাসন খাত সংশ্লিষ্টসহ অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গতকাল মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ড্যাপ বাস্তবায়নের বিষয়ে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন-রিহ্যাব ও বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভেলপারস অ্যাসোসিয়েশন-বিএলডিএ-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শহীদ উল্লাহ খন্দকারের সভাপতিত্বে সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন

আহমদ, রাজউকের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. শফিউল্লাহ, ড্যাপের প্রকল্প পরিচালক মো. আশরাফুল ইসলাম, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বিএলডিএ-এর সভাপতি আহমেদ আকবর সোবহান এবং রিহ্যাবের সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তাজুল ইসলাম বলেন, আমাদের সবার উদ্দেশ্য একটাই সেটি হচ্ছে ঢাকা নগরীকে বাসযোগ্য, দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক করে গড়ে তোলা। আর এজন্যই ড্যাপের মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই ড্যাপ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। ড্যাপ রিভিউ কমিটির আহ্বায়ক জানান, রাজধানীতে এলাকাভিত্তিক জনঘনত্ব নির্ধারণ করে জোনভিত্তিক ভবনের উচ্চতা নির্ধারণ করা হবে। শহরের কোন অঞ্চলে কত তলা বিল্ডিং হলে মানুষ সব নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং ঢাকা একটি বাসযোগ্য, আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন শহরে রূপান্তরিত হবে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, মানুষের চলাচলের জন্য রাস্তা ও স্কুল-কলেজ, শপিং মল, হেলথ সেন্টার, খেলাধুলার মাঠ, ওয়াটার বডি এবং সবুজায়নসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

এলাকাভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিসের চার্জ নির্ধারিত হওয়ার ওপর আবারও গুরুত্বারোপ করে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী প্রশ্ন তুলে বলেন, অভিজাত এলাকায় বসবাসকারী এবং যাত্রাবাড়ী অথবা ওয়ারীতে বসবাসকারী মানুষ কেন সমান মূল্য বহন করবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই এলাকাভিত্তিক ইউটিলিটি সার্ভিসের মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এটি নিয়ে সমালোচনা হলেও এ বিষয়ে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

গাংনীতে ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

হয়।

সিসি টিভি ফুটেজ দেখে হাউসকে সনাক্ত শেষে গাংনী থানার এসআই আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

থানা সুত্রে আরো জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত হাউসের নামে এর আগে গাংনী থানায় বোমা বিষ্ফোরণ, ডাকাতি, গরু চুরিসহ মোট ৭ টি মামলা রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, হাউসকে গ্রেফতার পুর্বক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।